রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, জানুয়ারি ২০, ২০২৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৪

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৪ মাঘ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/ ১৮ জানুয়ারি, ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ

এস.আর.ও. নং ২২-আইন/২০২৬।—সরকার, মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৩নং আইন) এর ধারা ২১ এর উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, উক্ত আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধসমূহ দ্রুত বিচারের উদ্দেশ্যে নিম্নবর্ণিত টেবিলের কলাম (২) এ উল্লিখিত মানব পাচার অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল গঠন করিল এবং উহার বিপরীতে কলাম (৩) এ উল্লিখিত এলাকাকে উহার স্থানীয় অধিক্ষেত্র হিসাবে নির্ধারণ করিল, যথা:—

ক্রমিক	ট্রাইব্যুনালের নাম	স্থানীয় এখতিয়ার
(১)	(২)	(৩)
১।	মানব পাচার অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল, কক্সবাজার	কক্সবাজার জেলা

২। এই প্রজ্ঞাপন জারির অব্যবহিত পূর্বে মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৩নং আইন) এর অধীন কক্সবাজার জেলার বিচারাধীন মামলাসমূহ যে আদালত বা ট্রাইব্যুনালেই বিচারাধীন থাকুক না কেনো, এই প্রজ্ঞাপন জারির ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে মানব পাচার অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল, কক্সবাজার-এ স্থানান্তরিত হইবে।

মূল্য : টাকা ৪.০০

৩। কোনো মামলা যে পর্যায় হইতে ট্রাইব্যুনালে স্থানান্তরিত হইবে, ট্রাইব্যুনাল সেই পর্যায় হইতে উক্ত মামলার বিচারকার্য শুরু করিবে এবং যে আদালত বা ট্রাইব্যুনাল হইতে মামলা স্থানান্তর করা হইবে সেই আদালত বা ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক গৃহীত সাক্ষ্য ট্রাইব্যুনালের সাক্ষ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে, এবং ন্যায়বিচারের জন্য প্রয়োজন না হইলে উক্তরূপ সাক্ষ্য পুনরায় গ্রহণ করিবার প্রয়োজন হইবে না।

৪। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

লিয়াকত আলী মোল্লা
সচিব।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd